দৈনিক বাংলা 26

তারিখ 14 APR 1997 পৃঃ 1 কলাম 2

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসের কারণে জ্ঞানার্জন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে

ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করুন ঃ রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রেসিডেন্ট

খুলনা, ১০ এপ্রিল (বাসস)।– প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ছাত্র সংগঠনগুলোকে দলীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখার জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ছাত্রদেরকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাত থেকে বাঁচাতে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পবিত্রতা বজায় রাখার স্বার্থেই ছাত্র সংগঠনগুলোকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, "জাতির স্বার্থেই রাজনৈতিক দলগুলো আমার আবেদনে সাড়া দেবে। তিনি বলেন, ছাত্ররা আর যেনো রাজনৈতিক দলসমূহের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত না হয় সেজন্য তাদেরকে সতর্ক হতে হবে।"

প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন বৃহস্পতিবার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে চ্যান্সেলরের বক্তৃতা করছিলেন। প্রেসিডেন্ট খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক, কনভোকেশন স্পীকার অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ডঃ মুহাম্মদ গোলাম আলী ফকির বক্তৃতা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের পক্ষে বক্তৃতা করেন আনিসুর রহমান।

সমাবর্তনে মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, এমপি, কূটনীতিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য, শিক্ষাবিদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ছাত্রছাত্রীবৃন্দ অংশ নেন।

প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, শুধুমাত্র লোক দেখানো বিবৃতি দিয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ পুনঃ প্রতিষ্ঠান করা যাবে না। এজন্য ছাত্র সংগঠনসমূহের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে এবং ছাত্রদেরকে অসৎ কাজে প্রশ্রয় দেয়ার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

তিনি বলেন, প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সভা পন্ড করা, নিজস্ব রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়ন করা, হল দখল এবং প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠনের ছাত্রদেরকে হল থেকে বের করে

(৮–এর পৃঃ ৬ কঃ দ্রঃ)

ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করুন ঃ রাজনৈতিক দলগুলোকে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দেয়াই ছাত্র সংগঠনগুলোর অন্যতম কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলো প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত ছাত্র সংগঠসমূহকে শক্তিশালী করতে ব্যস্ত। প্রেসিডেন্ট আরো বলেন, রক্তক্ষয়ী ছাত্র সংঘর্ষের আগে ও পরে সংশ্লিষ্ট ছাত্ররা তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ–আলোচনা করে থাকে।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেন, দেশ ও জাতির উন্নয়নের পথ সুগম করতে বিশ্ববিদ্যায়গুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে সন্ত্রাসী ও অরাজকতামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠাসমূহ বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে। তিনি বলেন, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আমাদের ছাত্র সমাজের এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সন্ত্রাসী ও অরাজকতামূলক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় ছাত্রসমাজের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট বলেন, এই ধরনের নেতিবাচক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক নেতাদের গৎবাঁধা বক্তৃতা ও বিবৃতি মূলত কোন কাজেই আসে না।

প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেন, বাংলাদেশের রয়েছে উর্বর জমি, উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ, সুন্দরবনসহ বিশাল উপকূল এলাকা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ। এখন আমাদের দরকার হচ্ছে এই সকল সম্পদ আবিষ্কার ও তার যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষণের জন্য দক্ষ জনশক্তি। এইসব বিবেচনায় বাস্তবসম্মত কর্মসূচী গ্রহণ করায় তিনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসা করেন এবং আস্থা প্রকাশ করেন যে, বিজ্ঞান শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় উন্নয়নে বিস্তর অবদান রাখতে সমর্থ হবে।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতি ও সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে শিক্ষা পদ্ধতির পুনর্বিন্যাসের ওপর জোর দেন। তিনি জানান যে, একটি সময়োপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। প্রেসিডেন্ট আশা প্রকাশ করেন যে, একটি সঠিক শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতি নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য দূর করতে সমর্থ হবে।

স্নাতকদের সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট তার দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করে বলেন যে, তারা যে জ্ঞান, দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছে তা দিয়ে ভবিষ্যতে দেশের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

পরে প্রেসিডেন্ট স্নাতকদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাদের ডিগ্রী প্রদান করেন। ১৯৯৫ ও '৯৬ সালের ব্যাচের মোট ১৩৯ জন স্নাতক বিভিন্ন বিষয়ে ডিগ্রী অর্জন করেন। প্রেসিডেন্ট আনিসুর রহমান ও খন্দকার সাইদুল ইসলামকে তাদের কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য স্বর্ণপদক এবং শেখ মাহমুদুল হাসানকে এক সেট বই প্রদান করেন।

শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচকে সাদেক তাঁর বক্তৃতায় বলেন, মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি বাস্তবসম্মত শিক্ষানীতির প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। আর একারণেই তিনি প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ডঃ কুদরত–ই–খুদার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কুদরত–ই–খুদা শিক্ষা কমিশনে'র আলোকে একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজ শুরু করেছে। পরে মন্ত্রী খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভাষা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন।